কুড়িগ্রামে ভুরুঙ্গামারীতে এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আরও দুই সহকারী শিক্ষকের দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. সুমন আলী এ আদেশ দেন। রিমান্ডপ্রাপ্তরা হলেন- নেহাল উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমিনুর রহমান রাসেল ও জোবায়ের হোসেন।

advertisement 3

গত ২৯ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আজহার আলী ওই দুই আসামির

advertisement 4

তিন দিনের রিমান্ড চাইলে গতকাল শুনানি শেষে আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ ছাড়া প্রধান আসামি নেহাল উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্রসচিব লুৎফর রহমানকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে রবিবার জেলহাজতে পাঠানো হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ভুরুঙ্গামারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আজাহার আলী জানান, তিন দিনের রিমান্ডে মামলার প্রধান আসামি লুৎফর রহমানের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। আদালতে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় রাতে চারজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনের নামে মামলা করেন নেহাল উদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ট্যাগ কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আদম মালিক চৌধুরী।

এ ঘটনায় কেন্দ্রসচিব ও প্রধান শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান, সহকারী শিক্ষক আমিনুল রহমান রাসেল, জোবায়ের হোসেন, সোহেল রানা, হামিদুর রহমান, অফিস সহায়ক সুজন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে ভুরুঙ্গামারী থানা পুলিশ। মামলার এজাহারভুক্ত আসামি অফিস সহকারী আবু হানিফ পলাতক রয়েছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গণিত, পদার্থ, রসায়ন ও কৃষিবিজ্ঞানের পরীক্ষা স্থগিত ও উচ্চতর গণিত এবং জীববিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

মামলার সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর দিলরুবা আহমেদ শিখা জানান, গত ২৯ সেপ্টেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলার প্রধান আসামি লুৎফর রহমানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। সেদিনই দুই আসামি সহকারী শিক্ষক আমিনুর রহমান ও জোবায়ের হোসেনের তিন দিনের রিমান্ড চাওয়া হলে রোববার তাদের দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।